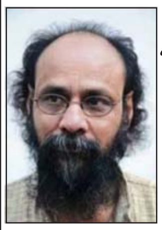

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।
— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

সমস্ত পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের ইংরেজী নববর্ষ (২০২৬) ও আগামী বাংলা নববর্ষ (১৪৩৩)র শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সবাই ভাল থাকুন।

বর্ষ-১৩, সংখ্যা: ১ | AANANDA AANGAN | জানুয়ারি, ২০২৬

চিত্রশিল্পী এবং শিল্পগুরু

নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) ছিলেন/আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ এবং প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, যিনি 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে ভারতীয় শিল্পকলায় নতুন ধারা আনেন। তিনি অজন্তা-বাঘের ভিত্তিচিত্র, পৌরাণিক কাহিনী এবং গ্রামীণ জীবনকে উপজীব্য করে 'ইন্ডিয়ান স্টাইল' বা প্রাচ্য ধারায় ছবি আঁকতেন।

নন্দলাল বসুর শিল্পজীবন ও অবদান:

১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর বিহারের মুঙ্গেরে জন্ম, তবে আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে। তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট-এ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করেন।

শান্তিনিকেতন ও কলা ভবন:১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে শিল্পশিক্ষা দান করেন।

বিখ্যাত কাজ:ভারতীয় সংবিধানের অলংকরণ: ভারতীয় সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপি বা সচিত্র সংস্করণটি তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য তিনি ভারতীয় গ্রামীণ জীবন অবলম্বনে বিখ্যাত পোস্টার সিরিজ এঁকেছিলেন।

শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন এবং বরোদার কীর্তিমন্দিরের দেয়ালচিত্র বা ফ্রেস্কো তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ।

অন্যান্য চিত্র 'সতী', 'জগাই-মাধাই', 'গীতাঞ্জলি' সিরিজের চিত্রকর্ম।

পুরস্কার ও সম্মাননা: ১৯৫৪ সালে ললিত কলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত প্রথম শিল্পী হন। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে।

নন্দলাল বসু ভারতীয় শিল্পকে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে ঐতিহ্যবাহী ধারার সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কে.জি. সুব্রামনিয়ন, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ এবং সত্যজিৎ রায়।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠান-২০২৬

সম্প্রতি সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠানের বার্ষিক চিত্র কর্মশালা, আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান ও গুণীজন সম্বর্ধনা ১৭/১/২০২৬ অনুষ্ঠিত হলো সল্টলেকের বিডি পার্ক ও বিডি অডিটোরিয়ামে। এই মহতি কর্মশালায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৮০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এ, বি, সি, ডি, ই এই পাঁচটি গ্রুপে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি গ্রুপের ১ম, ২য়, ৩য় থেকে শুরু করে ২০তম (মোট ১০০ জন) স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিনের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অরুণকুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ রেখা চিত্রম। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অশোক মল্লিক, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও গভঃ আর্ট কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কাকলী দেবনাথ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী শ্রীমতী দেবযানী, চৈতালী বিশ্বাস, বিশিষ্ট কত্থক নৃত্য শিল্পী, অধ্যক্ষা প্রবাহিকা ফাইন আর্টস। বিশিষ্ট কবি ও সঞ্চালক আশীষ হাজরা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক পলাশ বৈরাগী। বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপককুমার বণিক, ভৃগুরাম হালদার, চিফ এডিটর, B2 বাংলা। প্রফেসর সৌম্যজিৎ রায়। মুকুল বিশ্বাস, বিশিষ্ট আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট। এবং পন্ডিত পুলক ভট্টাচার্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীত শিল্পী, তবলাবাদক, সুরকার ও গীতিকার।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী পাপিয়া মল্লিক।

শিল্পকলার ইতিহাস

শিল্পকলার ইতিহাস বলতে নান্দনিক বা ভাব-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারা নির্মিত সেই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ইতিহাসকে বোঝায় যেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা, আবেগ বা সাধারণভাবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গী দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে দৃশ্য কলার বিভিন্ন রকম শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, যেমন- আধুনিক ললিত কলা ও ফলিত কলার বিভাজন অথবা মানব মননের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কলাবিদ্যাকে তুলে ধরে প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা। বিংশ শতাব্দীতে কলার প্রধান শাখা হিসেবে নয়টি বিদ্যাকে চিহ্নিত করা হয়, যথা স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফিএবং গ্রাফিক আর্ট। ফ্যাশন ও গ্যাস্ট্রোনমি প্রভৃতি পুরোনো বিদ্যার সাথে ভাব প্রকাশের নতুন অনেক মাধ্যমকেও বর্তমানে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়, যথা ভিডিও, ডিজিটাল শিল্প, পারফর্ম্যান্স শিল্প, বিজ্ঞাপন, অ্যানিমেশন,টেলিভিশন এবং ভিডিও গেম।

শিল্পকলার ইতিহাস হল বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্পের একটি বহুশাস্ত্রীয় শাখা। এর উদ্দেশ্য হল সময়ের নিরিখে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন, বিভিন্ন সংস্কৃতির শ্রেণীকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে যুগ বিভাগ। শিল্পের ইতিহাসের ধারাবাহিক চর্চা পাশ্চাত্যে প্রথম শুরু হয় রেনেসাঁস-এর সময়ে, এবং তখন এই সদ্যোজাত শাস্ত্রটির উপজীব্য বিষয় ছিল কেবল পাশ্চাত্য শিল্প। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার শিল্পকলার যথাযথ বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে, আর প্রতিটি সভ্যতার শিল্পকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে বিচার না করে তাদের স্ব-মূল্যায়নের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শিল্পকলার বিশ্বব্যাপী চর্চা, প্রসার ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দী জুড়ে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প জাদুঘর, শিল্প প্রদর্শনশালা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকীর্তির বিশ্লেষণ ও নথিবদ্ধকরণের পাশাপাশি জনসাধারণের উপভোগের স্বার্থে শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। গণমাধ্যমের উদ্ভব ও অগ্রগতি শিল্পকলার চর্চা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করছে। হুইটনি দ্বিবার্ষিক, সাও পাওলোর দ্বিবার্ষিক,ভেনিসের দ্বিবার্ষিক এবং কাসেলে অনুষ্ঠিত ডকুমেন্টা প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পের নিত্য-নতুন ভঙ্গী ও ঐতিহ্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রচলনের মাধ্যমে শিল্পকলায় উৎসাহ প্রদান শুরু হয়েছে। ইউনেস্কোর মত সংস্থাও বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকা প্রস্তুতির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সৌধ ও স্মারক প্রভৃতির সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

বর্তমান সংখ্যাটি সাময়িকভাবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুবিধার জন্য প্রকাশ করতে একটু দেরি হল। সকলে বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। এবারের সংখ্যায় অনেকগুলো লেখা কাট ছাট করতে হয়েছে বর্তমান সংখ্যায় শিল্পকলা সংক্রান্ত একগুচ্ছ লেখা প্রাধান্য পেয়েছে। আনন্দ অঙ্গনের লেখক পাঠক সবাইকে আগত বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

আমাদের মধুকবি

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মরণে)

নীতা কবি মুখার্জী

আমাদের অতি প্রিয় কবি তুমি মাইকেল মধুসূদন,
তোমার তুলনা তুমিই, বাংলা-মায়ের অমূল্য-রতন।

জন্ম নিলেন মধুকবি যশোর জেলার কপোতাক্ষ-তীরে,
পথিক-প্রবর আজো চেয়ে দেখেন জন্মস্থানটি ঘিরে।

রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র তুমি জাহ্নবী-দেবী মাতা,
তোমার সৃষ্টি লিখে দিয়ে গেছে তাঁদেরও গৌরবগাথা।

মেঘনাদ বধ অমর সৃষ্টি, অমিত্রাক্ষরের জন্ম,
বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, সার্থক তোমার কর্ম।

বাংলা ভাঁড়ারে অমূল্য ধন দেখেছিলে তুমিই কবি,
তাই তো আজকে বাংলা সাহিত্যে উঠেছে সোনার রবি।

দুঃখ, দারিদ্র্য পারেনি হারাতে, তুমি চির-কালজয়ী,
কাল-চক্রের অমোঘ নিয়মে তুমিই হয়েছো বিজয়ী।

বাঙলা-বাঙালি ভুলবে না তোমায়,
আছো জীবনে, মননে,
সরস্বতীর বরপুত্র তুমি, রেখেছি চির-স্মরণে।

আমি বাঁচবো বলে

পার্বতী ভট্টাচার্য

প্রথম সূর্যের আলো বড় ভালোবেসেছিল ধরিত্রী
সর্ব সিক্তা জনয়িত্রী।
তারপর, ধীরে ধীরে ধীরে
জন্ম হয়েছে আমার
প্রাণে নিয়ে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার।
উদভেদী উদ্ভিদ এক আমি।
মাথার উপরে আকাশের হাতছানি,
দুরন্ত বাতাসে ভাসে স্পর্দা
আমি বনস্পতি। ধরণীকে করি পূর্ণা, শুদ্ধা।

হঠাৎ একদিন সূর্যটা যেন হারিয়ে গেল,
কার হিমশীতল চুম্বন আমাকে স্থবির করে দিল!
সে কী লজ্জা? সে কী ভয়?
প্রহর গোনার দুঃসময়?
আমি মাটির কানে কানে বলতে লাগলাম,
'আমাকে বাঁচতে দাও,
অন্ধকার আমাকে আলো এনে দাও।'
সহসা দেখি শিকড়ে শিকড়ে লাগলো নাড়া
যেন কিসের টানে।
মাটি ফুঁড়ে কে এসে দাঁড়ালো সামনে।
প্রশ্ন করলাম, 'কেন এলে?'
সে বললো, 'তুমি বাঁচবে বলে।'

ভারতের নৃত্যকলা

ভারতের নৃত্যকলা প্রধানত শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত, যেখানে ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওড়িশি, মণিপুরি, মোহিনিয়াত্তম ও সাত্রিয়া হল আটটি প্রধান শাস্ত্রীয় নৃত্য, যা 'নাট্যশাস্ত্র' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অপরদিকে, পাঞ্জাবের ভাংড়া, রাজস্থানের ঘুমার, পশ্চিমবঙ্গের ছৌনাচ ইত্যাদি অসংখ্য লোকনৃত্য রয়েছে, যা আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও উৎসবের সঙ্গে জড়িত।

শাস্ত্রীয় নৃত্য (Classical Dances):

ভরতনাট্যম (তামিলনাড়ু): প্রাচীনতম এবং অন্যতম জনপ্রিয় নৃত্যশৈলী।

কথক (উত্তরপ্রদেশ) : উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে প্রচলিত,

যা গল্প বলার জন্য বিখ্যাত।

কথাকলি (কেরল): জটিল মুখভঙ্গি ও পোশাকের জন্য পরিচিত এক ধরনের নৃত্যনাট্য।

কুচিপুড়ি (অন্ধ্রপ্রদেশ): নাটকীয় উপাদান ও দ্রুত পদচালনার জন্য পরিচিত।

ওড়িশি (ওড়িশা): ত্রিবঙ্গ ভঙ্গিমা এবং কোমল, তরল গতির জন্য বিখ্যাত।

মণিপুরি (মণিপুর): শান্ত ও আধ্যাত্মিক, যা রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে রচিত হয়।

মোহিনিয়াত্তম (কেরল): 'মায়াবিনীর নৃত্য' নামে পরিচিত, যা মোহময়ী ও কোমল।

সাত্রিয়া (আসাম): বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা আসামের অন্যতম ধ্রুপদী নৃত্য।

লোকনৃত্য (Folk Dances): **ছৌ নাচ (পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা):** মুখোশ ব্যবহার করে করা হয়, যা যুদ্ধনৃত্যের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ভাংড়া (পাঞ্জাব): ফসলের উৎসব ও আনন্দের প্রতীক।

ঘুমার (রাজস্থান): মহিলাদের একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

বিহু (আসাম): ফসল কাটার উৎসবের সঙ্গে জড়িত একটি প্রাণবন্ত নৃত্য।

কারগাম, কোলাট্টম (তামিলনাড়ু): স্থানীয় উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি 'নাট্যশাস্ত্র'-এর নিয়ম মেনে চলে এবং নৃত্যশিল্পী 'ভাব' (অভিব্যক্তি) ও 'রস' (আবেগ) ফুটিয়ে তোলেন।

লোকনৃত্যগুলি সাধারণত কৃষি, সামাজিক মিলন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এবং তা আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নৃত্যনাট্য' সৃষ্টি করে নৃত্যকলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন, যেখানে জাভা, বালি ও শ্রীলঙ্কার নৃত্যশৈলীর প্রভাব দেখা যায়।

তৃপ্তি

সুশীল মণ্ডল

তোমার পর্বতপ্রমাণ বোঝাপড়ার সাথে
আমার পা মেলাতে মাঝে মধ্যে খুব
অসুবিধা হয়। শুধু অসুবিধা কষ্ট নয়।
সে কি শুধু তুমি ঈশ্বর বলে!

তুমি কিছুতেই
লাটাই হাতছাড়া করোনা
আমি নিজের মত উড়তে চাইতে গেলেই
দেখেছি, প্রায়শঃ গোত্তা মেরে মাটিতে মুখ থুবড়ে
পড়ি। তুমি হাসো।

তোমার যত মত তত পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে
রক্তাক্ত হয় পা কিন্তু তাতে পাই পরম তৃপ্তি।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
স্বামীজীর পৃথিবী পরিভ্রমণের তৃপ্ত পা দু খানি।

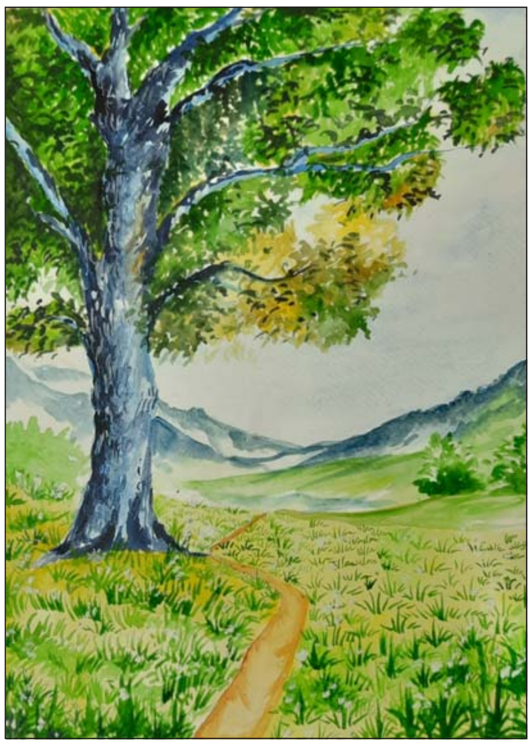

সৌনক সরকার
বাঙ্গালোর

সর্ব ভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৬

গ্রুপ-A

গ্রুপ-A গ্রুপ-A

প্রথম
সুদিক্ষা চৌধুরী, চিত্রাঙ্কন (পলতা)

দ্বিতীয়
সোহম বিশ্বাস, প্রান্তিক আর্ট সেন্টার

তৃতীয়
দিয়া ঘোষ, কলকাতা আর্ট একাডেমী

চতুর্থ
আরুষ হালদার, রেখাঙ্কন

পঞ্চম
মোঃ শইফুল হক, চারুকলা আর্ট স্কুল

ষষ্ঠ
সম্প্রীতি সমাজদার, কলকাতা আর্ট একাডেমী

সপ্তম
রুপসা শীল, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

অষ্টম
শাহীদ মন্ডল, রেখাঙ্কন

নবম
নয়ন বিশ্বাস, বীণাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

দশম
অর্ণব বিশ্বাস, বীণাপাণি অংকন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

একাদশ
দেবদ্বীপ চ্যাটার্জী, চিত্রকলা কেন্দ্র

দ্বাদশ
ঐশী গায়েন, চিত্রকলা কেন্দ্র

ত্রয়োদশ
অন্তিকা দাস, কলকাতা আর্ট একাডেমী

চতুর্দশ
ঐশী নাথ, চিত্রক আর্ট একাডেমী

পঞ্চদশ
অঙ্কিতা পাল, মডার্ন আর্ট স্কুল

ষষ্ঠদশ
আরাধ্যা পাল, আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল

সপ্তদশ
অর্পণ ঘোষ, রং তুলি আর্ট এন্ড কালচার

অষ্টাদশ
অঙ্কিত ভট্টাচার্য, সায়নী শিল্পালয়

উনবিংশতি
দেবজিৎ রায়, বীণাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিংশতম
অরিজিৎ বসু, চারুকলা আর্ট স্কুল

গ্রুপ-B

গ্রুপ-B গ্রুপ-B

প্রথম
ঋদ্ধি ঘোষ, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়
শশী ঘোষ, চিত্রকলা কেন্দ্র

তৃতীয়
রইসা কুন্ডু, কিন্নরদল কলা কেন্দ্র

চতুর্থ
রিয়ান মল্লিক, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

পঞ্চম
রচিতা মন্ডল, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

ষষ্ঠ
রিয়া সিংহ, রেইনবো একাডেমী অফ ফাইন আর্ট

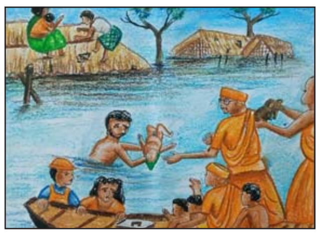
সপ্তম
চন্দ্রিমা দাস, নোনা মাটির আঁকি-বুকি

অষ্টম
প্রত্যুষ বিশ্বাস, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

নবম
উদ্ধৃতি চক্রবর্তী, শিল্পকলা আর্ট স্কুল

দশম
অমৃতা কবিরাজ, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

একাদশ
রিজু মন্ডল, রেখাঙ্কন

দ্বাদশ
শ্রীসা ঘোড়াই, চিত্রকলা কেন্দ্র

ত্রয়োদশ
চন্দ্রিমা ঘোষ, মডার্ন আর্ট স্কুল

চতুর্দশ
অদ্রিজ দাস, চারুকলা আর্ট স্কুল

পঞ্চদশ
ময়ূখ ঘোষ, কিন্নরদল কলা কেন্দ্র

ষষ্ঠদশ
শুভজিৎ রায়, শিল্পাঙ্গন আর্ট স্কুল

সপ্তদশ
প্রাপ্তি সরকার, রং তুলি আর্ট এন্ড কালচার

অষ্টাদশ
প্রত্যুষা দাস, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

উনবিংশতি
আরোহী সেন, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

বিংশতম
জিনিয়া দে, বীণাপানি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সর্ব ভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৬

গ্রুপ-C

প্রথম
আয়ুষ দাস, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়
সুজিত সরকার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

তৃতীয়
কুশল মন্ডল, সরস্বতী শিল্পালয়

চতুর্থ
আয়ুশি রাহা, আর্টিস্টিক এ স্কুল অফ আর্ট এন্ড ক্রাফট

পঞ্চম
সৃজা সাহা, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

ষষ্ঠ
তৃষা সাঁতরা, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সপ্তম
সম্পূর্ণা ঘোষ, পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন

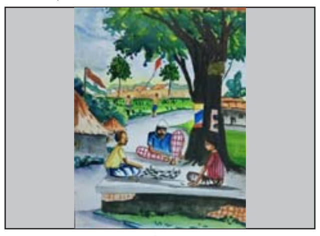
অষ্টম
অস্মিতা সামন্ত, দুর্গাচক কোরাক

নবম
রিতিকা সাউ, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

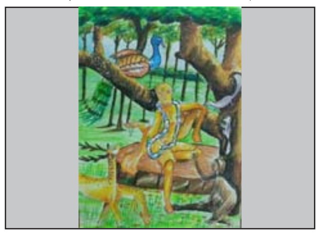
দশম
সৌমিলি পাল, নোনা মাটির আঁকি-বুকি

একাদশ
শুভম প্রামানিক, দুর্গাচক কোরাক

দ্বাদশ
অনুকৃতি দাস, কলকাতা আর্ট একাডেমী

ত্রয়োদশ
রনি ঘোষ, সায়নী শিল্পালয়

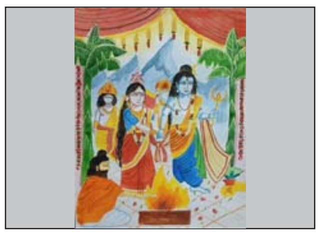
চতুর্দশ
মোনালিসা বিশ্বাস, চিত্রাংকন (পলতা)

পঞ্চদশ
সায়ন বিশ্বাস, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

ষষ্ঠদশ
মৌবনী ঘোষ, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সপ্তদশ
রূপক পাল, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

অষ্টাদশ
রঞ্জনা সরকার, কলকাতা আর্ট একাডেমী

উনবিংশতি
দেবস্মিতা সাধুখাঁ, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমি

বিংশতম
কৃপা দাস, সুকান্ত আর্ট স্কুল

গ্রুপ-D

প্রথম
অন্বেষা অধিকারী, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়
শ্রাবন্তী মজুমদার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

তৃতীয়
পত্রিকা পাল, শিল্পকলা আর্ট স্কুল

চতুর্থ
অঙ্কুশ কুমার বল্লভ, স্টুডেন্ট আর্ট ওয়ে

পঞ্চম
রিতেশ গিরি, দুর্গাচক কোরাক

ষষ্ঠ
অদিতি সরকার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সপ্তম
দীপান্বিতা মন্ডল, নোনা মাটির আঁকিবুকি

অষ্টম
তিথি রায়, আঁকি-বুকি

নবম
সুরাইয়া মন্ডল, আঁকিবুকি

দশম
দিয়া সরকার, চিত্রাঙ্কন (পলতা)

একাদশ
দিয়া পাত্র, দুর্গাচক কোরাক

দ্বাদশ
শুভাঙ্গি দাস, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

ত্রয়োদশ
সুশান্ত মন্ডল, কলকাতা আর্ট একাডেমী

চতুর্দশ
স্বর্ণদ্বীপ পাল, পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন

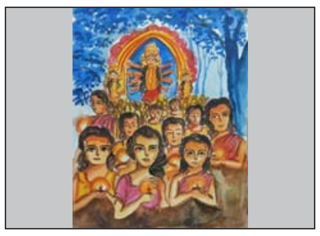
পঞ্চদশ
রিশিকা দাস, সরস্বতী শিল্পায়ন

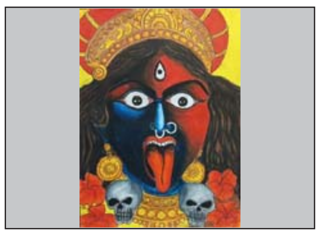
ষষ্ঠদশ
অন্তরা কীর্তনীয়া, চিত্রালয়

সপ্তদশ
দিয়া সরকার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

অষ্টাদশ
শিঞ্জিনী ধর, বীণাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

উনবিংশতি
শবনম শেখ, অপরাজিতা আর্ট স্কুল

বিংশতম
মৌ বড়াই, বীণাপাণি অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সর্ব ভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৬

গ্রুপ-E গ্রুপ-E গ্রুপ-E

প্রথম
সুকন্যা পাত্র, দুর্গাচক কোরাক

দ্বিতীয়
দেবব্রত দাস, নোনা মাটির আঁকি-বুকি

তৃতীয়
বিক্রম মজুমদার, রং তুলি আর্ট এন্ড কালচার

চতুর্থ
খুসনান পারভীন, সুচিত্রম ড্রয়িং স্কুল

পঞ্চম
রিয়া মন্ডল, চিত্রকলা কেন্দ্র

ষষ্ঠ
ঋষিতা মজুমদার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সপ্তম
দেবলীনা সাধুখা, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

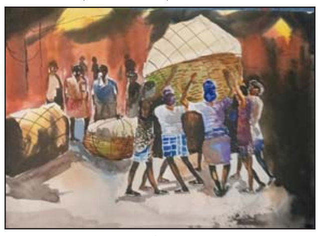
অষ্টম
সৈমি মজুমদার, বালিয়া শিল্পকলএকাডেমী

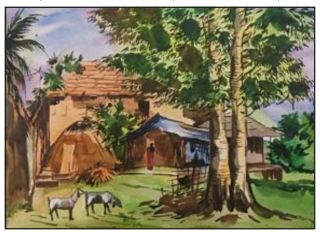
নবম
ঋষিতা পাল, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

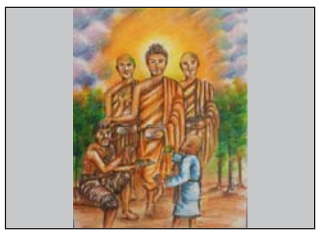
দশম
দেবব্রত দাস, নোনা মাটির, আঁকি-বুকি

একাদশ
অনুভব শর্মা, বারাসাত সুচিত্রম আর্ট স্কুল

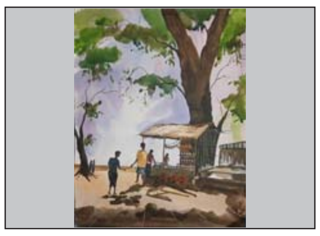
দ্বাদশ
শিবু সরকার, বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

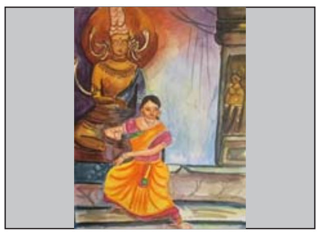
ত্রয়োদশ
রিমি ঘোষ, আঁকি-বুকি

চতুর্দশ
শেখর মল্লিক, শান্তিপুর আর্ট কলেজ

পঞ্চদশ
স্বাতি মোদক, চিত্রাংকন (পলতা)

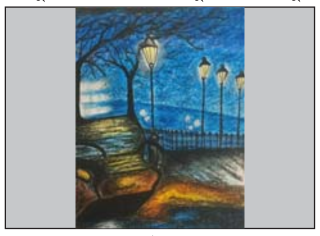
ষষ্ঠদশ
সৌভিক বিশ্বাস, চিত্র নিকেতন আর্ট স্কুল

সপ্তদশ
অনামিকা ঘোষ, চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

অষ্টাদশ
অর্ণব দাস, কলকাতা আর্ট একাডেমী

উনবিংশতি
সঞ্জীবন সরকার, চিত্র নিকেতন আর্ট স্কুল

বিংশতম
ছন্দা বৈদ্য, শান্তি আর্ট সেন্টার

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৫ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - শ্রেষ্ঠা নাগ
স্কুল - অর্পিতা সঙ্গীত বিদ্যালয়
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সম্রাজ্ঞী গাঙ্গুলী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মিষ্টু দেবনাথ
স্কুল - আর্ট অ্যান্ড মিউজিক একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনুষ্কা মুখার্জী
স্কুল - শতরঙ্গা মিউজিক একাডেমী

গ্রুপ- B
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সোনিয়া গুপ্তা
স্কুল - সঙ্গীত বিদ্যালয় পাটনা
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনুপম ধর
স্কুল -সাগরিকা মিউজিক একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - কৌশানী বিশ্বাস
স্কুল - গীতিকুঞ্জ মিউজিক একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মান্যতা দাস
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী

গ্রুপ- C
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অনুমিতা ব্যানার্জী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সপ্তক বিশ্বাস
স্কুল - সারেগামা সুর সঙ্গীতায়ন
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সিমি সাহা
স্কুল - কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড মিউজিক একাডেমী
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - স্বর্ণাজ চক্রবর্তী
স্কুল - গীতাঞ্জলী মিউজিক গ্রুপ

গ্রুপ- D
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - তানিয়া গাঙ্গুলী
স্কুল - শতরঙ্গ মিউজিক একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - পৃথা চক্রবর্তী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রিপন সাহা
স্কুল - সরগম সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নেহা দাস
স্কুল - সাগরিকা মিউজিক একাডেমী

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৫ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অন্তরা পাল
স্কুল - সৃষ্টি ডান্স একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সৌমদ্বীপ হালদার
স্কুল - তরঙ্গ ডান্স একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সমৃদ্ধি চক্রবর্তী
স্কুল - সুর-ও-ঝঙ্কার একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সমাদৃতা দেবনাথ
স্কুল - অঙ্গন নৃত্য কলাকেন্দ্র

গ্রুপ- B
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - রাজশ্রী দেবনাথ
স্কুল - কলকাতা ডান্স একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - মেঘাগ্নী সাহা
স্কুল - ছন্দ ডান্স একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - চন্দ্রানী রক্ষিত
স্কুল - শম্ভুনাথ ডান্স একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রেষ্ঠা দে
স্কুল - শিবাঙ্গী ডান্স একাডেমী

গ্রুপ- C
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - দীপসা দেবনাথ
স্কুল - বোলেরো ডান্স একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - মলিনা ডেকা
স্কুল - নৃত্যকলা বিদ্যালয়
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনীশা হালদার
স্কুল - সুতৃষ্ণা নিত্য নিকেতন
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনুষ্কা পাল
স্কুল - কলকাতা ডান্স একাডেমী

গ্রুপ- D
প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - শৌভিক চট্টরাজ
স্কুল - সঙ্গীতা অ্যান্ড শৌভিক ডান্স একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - স্নেহা সাহা
স্কুল - নৃত্যাঞ্জলী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - তিস্তা সাহা
স্কুল - এমএ ডান্স গ্রুপ নৃত্যকলা মন্দির
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ঐশী দাস
স্কুল - নৃত্যালয়

তবু দেখি ...

শমী তরফদার

‘যে পথে পথিক নেই -
বসে আছি সেই পথ চেয়ে
একা আমি একলা রাতে -
শত শতাব্দী চলে বয়ে।
তবু বসে আছি এই আমি,
নিস্তব্ধতা চারদিক ঘিরে ধরে,
একহাতে জোছনা আর
একহাতে অন্ধকার ধরে।’
দিলরুবা তারে তারে
একটানা বিরহের সুর।
প্রতিক্ষণ মনে করি
অধরে আদরের হাসি খানি
রাখি, চুয়ে চুয়ে পড়ুক
তবু দেখি ফিরে ফিরে
বিষন্নতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে,
জীবনের পিছু নাহি ছাড়ে।

লুকোচুরি একফালি চাঁদ

সুচরিতা চক্রবর্তী

শ্লেষ বা আশ্লেষ লুকোচুরি একফালি চাঁদ
আনমনে প্রিয়তম, সম্বোধন ব্যাকুল নদী
খুঁজে যায় ফুলকারি নকশা ; জামদানী পাড়ে।
জীবন দু-মুখো সাপের মতো,ছোবলে অমৃতে
বশ্যতা- বৃষ্টি -সমঝোতা -কোলাহল।
মধ্যযামে লাজুক দিগন্তরেখা বেঁধে ফেলে বেণি
রূপালী ঠোঁটের বিস্ময় বিমোহিত মোড়কের সাথে।
মাধুকরী চিহ্নিত বাহারি চিরকুট একমনে পাঠ করে আকাশের দৃশ্য।
কামরাঙা, ঘাসফুল, প্রিয়তম নামটি তোমার।

চাওয়া পাওয়ার স্বরলিপি

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

তার ছিল শুকনো দুচোখ কান্না ঢাকা বুকে
ছুটছে খেলছে পড়ছে উঠছে অনিন্দ্য সিন্দুকে
লুকিয়ে রাখা আছে কিছু অজানা সম্বল
ভাঙছে গড়ছে উঠছে নামছে শিশির ধোয়া জল।
ভাঙচুরের এই গোপন কান্না শব্দে লেখা ঘর
অবাক রাতের সবাক সুরে রইলো অনাদর।
অস্ত্র সবই ভোঁতা এবং ঝনঝনানি সার
বুকের ভেতর আকুল বাতাস করছে নদী পার।
এই যে শহর চোরাবালির সাজিয়ে রাখা ফাঁদ
টলতে টলতে টহলদারি রাতের নোনা চাঁদ।
একলা ফিরছে কখন ঘিরছে অবাক নদী মাঠ
শহরতলীর ছোট্ট মেয়ের নতুন জীবন পাঠ।
যা নেই তার জন্যে কন্যে হন্যে হয়ে ঘোরে
চাওয়া পাওয়ার স্বরলিপি দগ্ধ হাওয়ায় পোড়ে।

প্রশ্রয়

সত্যজিৎ চৌধুরী

কিছু কিছু সম্পর্ক বড়ই বেহায়া
কিছুতেই ছাড়ানো যায় না
যতই দূরে সরিয়ে রাখো
ঠিক উড়ে এসে জুড়ে বসে
হয়তো উভয়েরই সুপ্ত প্রশ্রয় থাকে
যতই ঘোষণা দিয়ে বলি,
আমি বাবা সাতে-পাঁচে নেই !

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৫ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - রিদিপ বসাক
স্কুল - রেখাঙ্কন
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সৃজা দাস
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
দ্বিতীয় - শ্রেষ্ঠা রায়
স্কুল - সায়নী শিল্পালয়
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - বিপ্র মন্ডল
স্কুল - দ্য চিত্রালয় স্কুল অব আর্ট
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সোহম বিশ্বাস
স্কুল - প্রান্তিক আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অদ্রিজা কর্মকার
স্কুল - বারাসাত সুচিত্রম
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রেয়ান সাহা
স্কুল - চিত্রপট আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - বিশ্বামিত্র মন্ডল
স্কুল - চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রীনয়া সাহা
স্কুল - রামধনু
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দিয়া ঘোষ
স্কুল - কলকাতা আর্ট একাডেমী

গ্রুপ- B

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সৃজিত মন্ডল
স্কুল - আশা চিত্রালতা আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - আয়েশা দাস
স্কুল - রং তুলি আর্ট অ্যান্ড কালচার
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - প্রিয়াংশু পাল
স্কুল - পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সায়ন্তিকা মন্ডল
স্কুল - ছবিঘর আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দীপ্তাভ দাস
স্কুল - রাজ অঙ্কন প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - জুবাইদা মোল্লা
স্কুল - অক্ষয় আর্ট অ্যান্ড কালচার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রিষভ পাল
স্কুল - চিত্র নিকেতন আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দিয়াশা দাস
স্কুল - প্রতিভা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মানন্যা পান্ডা
স্কুল - দুর্গাচক কোরক
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শুভজিৎ রায়
স্কুল - শিল্পাঙ্গন আর্ট স্কুল

গ্রুপ- C

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - মীনা বিশ্বাস
স্কুল - শান্তি আর্ট সেন্টার
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সায়ন্তিকা জানা
স্কুল - সরস্বতী শিল্পায়ন
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - মানালী দে
স্কুল - সঙ্গীতা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনুকৃতি দাস
স্কুল - কলকাতা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শিখা টুডু
স্কুল - অপরাজিতা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অর্ণব দাস
স্কুল - ক্রিয়েটিভ মাইন্ড আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অদ্রিজা মাঝি
স্কুল - মিনতি আর্ট সেন্টার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - বর্ষা পাল
স্কুল - রঙের খেয়া
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দিশা দেবনাথ
স্কুল - চিত্রাঙ্কন আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সমাদ্রিতা পোদ্দার
স্কুল - চিত্রকলা কেন্দ্র

গ্রুপ- D

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সায়ন্তিকা ঘোষ
স্কুল - শান্তিপুর আর্ট কলেজ
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - শুভাঙ্গী দাস
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - রৌনক মন্ডল
স্কুল - নোনামাটির আঁকিবুকি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনুপ্রভা মন্ডল
স্কুল - চিত্রায়ন
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - তিথি রায়
স্কুল - আঁকিবুকি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অর্পিতা সাহা
স্কুল - সৃষ্টি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - প্রসূন পাত্র
স্কুল - রেইনবো একাডেমী অব ফাইন আর্ট
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দেব বিশ্বাস
স্কুল - অঙ্কনালয় আর্ট সেন্টার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ইশিক তালুকদার
স্কুল - মডার্ন আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অন্বেষা মন্ডল
স্কুল - রেইনবো আর্ট স্কুল

গ্রুপ- E

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সায়মী মজুমদার
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - ময়না মন্ডল
স্কুল - বীণাপানী অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সঙ্গীতা কুন্ডু
স্কুল - সুচিত্রা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সাথী বিশ্বাস
স্কুল - স্টুডেন্ট আর্টওয়ে
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অনিন্দিতা ঘোষ
স্কুল - রঙের দুনিয়া আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নিকিতা বিশ্বাস
স্কুল - পাওনিয়র আর্ট সেন্টার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রাজ আরিয়ান সরকার
স্কুল - দৌলতপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শুভজিৎ দাস
স্কুল - ম্যাডোনা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দীপান্বিতা ভট্টাচার্য
স্কুল - শিল্পকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - আদিত্য তরফদার
স্কুল - তীর্থঙ্কর আর্ট একাডেমী

সময়ের ভেতর লুকিয়েছিল অভিমান...

শকুন্তলা সান্যাল

যদি বলি তোমার হাতে তির ধনুকের বদলে
তুলে দিলাম সক্রিয় জীবাণু— 'এই আমি'
যদি বলি হজম না হওয়া কাঁটাটাই শুধু গলে যাবে
এটি সেবন করো—
যদি তার জন্য মূল্য হিসাবে তোমার ইচ্ছেটুকু চেয়েনি,
নিশ্চয়ই তুমি তখনও আমায় অবিশ্বাসী বলবে?
হয়তো আমার পরিচয় পত্রে লিখে দেবে— অচেনা মানুষ।

তবু জানতে দেব না
তোমার থেকে, তোমাদের থেকে শুধু একটি
সামাজিক কবিতাই চেয়েছি
আর অকৃপণ মেলে রেখেছি ত্বক, একটু প্রেমের জন্য ...

চাওয়া পাওয়ার স্বরলিপি

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

তার ছিল শুকনো দুচোখ কান্না ঢাকা বুকে
ছুটছে খেলছে পড়ছে উঠছে অনিন্দ্য সিন্দুকে
লুকিয়ে রাখা আছে কিছু অজানা সম্বল
ভাঙছে গড়ছে উঠছে নামছে শিশির ধোয়া জল।
ভাঙচুরের এই গোপন কান্না শব্দে লেখা ঘর
অবাক রাতের সবাক সুরে রইলো অনাদর।
অস্ত্র সবই ভোঁতা এবং ঝনঝনানি সার
বুকের ভেতর আকুল বাতাস করছে নদী পার।
এই যে শহর চোরাবালির সাজিয়ে রাখা ফাঁদ
টলতে টলতে টহলদারি রাতের নোনা চাঁদ।
একলা ফিরছে কখন ঘিরছে অবাক নদী মাঠ
শহরতলীর ছোট্ট মেয়ের নতুন জীবন পাঠ।
যা নেই তার জন্যে কন্যে হন্যে হয়ে ঘোরে
চাওয়া পাওয়ার স্বরলিপি দগ্ধ হাওয়ায় পোড়ে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৫ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - আরোহী সেন
স্কুল - তিথি আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - স্বর্ণালী ভৌমিক
স্কুল - স্বপ্ননীড় আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ভৃতিকা খাস্তগীর
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শানভি ভট্টাচার্য
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী

গ্রুপ- B

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - নীরজা সাহা
স্কুল - সুর-ও-ঝঙ্কার একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনুষ্কা ব্যানার্জী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অর্ক পাল
স্কুল - তিতির আবৃত্তি কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - গুরমান সিং
স্কুল - হরিয়ানা পাবলিক স্কুল

গ্রুপ- C

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সাগরিকা সরকার
স্কুল - তনু আর্ট ও কালচার
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সুপ্রিয়া দেবশর্মা
স্কুল - নন্দন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - নিবেদিতা মান্না
স্কুল - কলকাতা কালচার একাডেমী
তৃতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - গৌরাবী হালদার
স্কুল - স্বর-ও-শ্রুতি

গ্রুপ- D

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - নীলকান্ত মজুমদার
স্কুল - প্রীতি কালচার ইনস্টিটিউট
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - তন্দ্রিমা অধিকারী
স্কুল - কথা-ও-ছন্দ
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নন্দিনী চ্যাটার্জী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রীজিতা চক্রবর্তী
স্কুল - কলকাতা কালচারাল একাডেমী

৫ম বর্ষ
আমার মেলা, আপনার মেলা
সুন্দরবন
বই মেলা
নিজে বই পড়ুন, অন্যকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন
এবারের ভাবনা - হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক
তারিখ ১৩-১৮ মার্চ, ২০২৬
স্থান - মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উ:মা:) প্রাঙ্গন
ছোটোমোল্লাখালি, সুন্দরবন কোস্টাল
ব্লক-গোসাবা, দঃ২৪ পরগনা।
আয়োজক
সুন্দরবন বইমেলা কমিটি

SARBABHARATIYA SHILPAKALA PARISHAD
S.S.P.
Regd. State Government

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com